উপদ্বীপের যুদ্ধ:

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে গিয়ে নেপোলিয়ন 'উপদ্বীপের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। 'মহাদেশীয় ব্যবস্থা' কার্যকরী করার জন্য স্পেন এবং আইবেরিয় উপদ্বীপের উপকূল অঞ্চলে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল। নেপোলিয়ন অশা করেছিলেন যে স্পেনের সম্পদ ব্যবহার করে তিনি নবরূপে ফরাসী নৌবহরকে গড়ে তুলতে পারবেন যা না হলে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার সাফল্য সম্ভবপর ছিল না।

আইবেরিয়া অঞ্চলে অন্যতম রাষ্ট্র পর্তুগালকে অধীনস্থ করার প্রচেষ্টা থেকেই উপদ্বীপের যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রদ করার জন্য ও অঞ্চলের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহের ব্রিটিশ পণ্যবাহী জাহাজের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার এর প্রয়োজন ছিল। এখানকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিল পর্তুগাল এবং স্পেন। নেপোলিয়ন ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র পর্তুগালের ওপর 'বার্লিন ডিক্রি' মেনে চলার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। পর্তুগাল নেপোলিয়নের নির্দেশ অমান্য করলে নেপোলিয়ন পর্তুগালকে ফ্রান্সের অধীনে আনার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এ প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি স্পেনের সঙ্গে গোপন চুক্তির মাধ্যমে স্থির করেন যে ফ্রান্স এবং স্পেনের যুগ্ম বাহিনী পর্তুগাল আক্রমণ করে পর্তুগাল ও তার উপনিবেশসমূহ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। কারণ পর্তুগাল আক্রমণ করতে হলে ফরাসী বাহিনীর স্পেনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ছিল। স্পেনের সামরিক শক্তি যে বিশেষ ছিল তা নয়। আর স্পেনের রাজা চতুর্থ চার্লসের দুর্বলতার সুযোগে সেখানে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন রানীর প্রিয়পাত্র গোদয়। গোদয় এবং স্পেনের যুবরাজ ফার্দিনান্দের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াইও শুরু হয়েছিল। পর্তুগালের দক্ষিণাংশ গোদয়কে দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে নেপোলিয়ন গোদয়কে নিজ পক্ষে আনেন। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে মার্শাল জুনোর নেতৃত্বে নেপোলিয়ন পর্তুগাল অভিমূখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ফ্রান্স ও স্পেনের যুগ্ম বাহিনীর আক্রমণে পর্তুগাল পরাজিত হয় এবং মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা মেনে নিতে স্বীকৃত হয়।

পর্তুগাল দখলের জন্য ফরাসী বাহিনীকে স্পেন অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং সে সময় স্পেনের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট নেপোলিয়নকে স্পেন অধিকারে উৎসাহী করে তোলে। ফরাসী সৈন্যবাহিনী স্পেনে প্রবেশ করলে যুবরাজ ফার্দিনান্দ নেপোলিয়নের কাছে আবেদন করেন গোদয়কে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। কারণ গোদয় স্পেনীয় জনগণের কাছে আদৌ জনপ্রিয় ছিলেন না। ইতিমধ্যে স্পেনরাজ চতুর্থ চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করেন। স্পেনের এই অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের পূর্ণ সুযোগ নেন নেপোলিয়ন। ফরাসী বাহিনী স্পেনে প্রবেশ করে গোদয়কে কারারুদ্ধ করে এবং চার্লস ও ফার্দিনান্দ উভয়কেই ক্ষমতাচ্যুত করে স্পেন দখল সম্পূর্ণ করে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন স্পেনের সিংহাসনে তাঁর ভ্রাতা জোসেফ বোনাপার্টকে অধিষ্ঠিত করেন।

নেপোলিয়নের স্পেন দখলের পরিকল্পনার পশ্চাতে যে শুধুমাত্র স্পেনের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট দায়ী ছিল তা নয়। আরো অন্যান্য কারণও ছিল। প্রথমত ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের পর তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতালোভ গগনচুম্বী হয়ে উঠেছিল। স্পেনের নৌবহরকে দখলে এনে নিজেকে আরো শক্তিশালী করে তোলার আকাঙ্ক্ষা নেপোলিয়নের মনে জাগ্রত হয়েছিল বলে মনে করেন ঐতিহাসিক মার্কহ্যাম। নেপোলিয়নের ধারণা ছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশের মত স্পেনীয় জনগণও তাকে মুক্তির দূত হিসেবে গ্রহণ করবে। কিন্তু নেপোলিয়নের অহমিকা তাকে স্পেনীয় জনগণের মানসিকতা বুঝতে দেয়নি। স্পেনীয় জনগণের আশা ছিল নেপোলিয়ন জনপ্রিয় ফার্দিনান্দকে স্পেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবেন এবং বিতাড়িত করবেন গোদয়কে। কিন্তু স্পেনের সিংহাসনে জোসেফকে বসানোর ফলে স্পেনীয় জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। নেপোলিয়নকে এই প্রথম একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সশস্ত্র জাতির জাতীয়তাবোধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়।

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে জোসেফ মাদ্রিদে পৌঁছবার পূর্বেই স্পেনে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। সেখান থেকে এই বিদ্রোহ স্পেনের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। স্পেনের প্রতিটি প্রদেশে প্রতিরোধের জন্য জনগণের সংগঠন বা 'জুন্টা' (Junta) গঠন করা হয়। এমনকি ইংল্যান্ডের কাছেও সাহায্যের আবেদন করা হয়। ফরাসী সেনাপতি মুরাত স্পেনীয় জনগণের প্রথম বিদ্রোহ দমন করলেও মাদ্রিদে উপস্থিত হওয়ার

পরেই জোসেফকে গণ প্রতিরোধের চাপে স্পেন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ভিমিয়োরোর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মার্শাল জুনো পর্তুগাল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। স্পেনীয় আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয় ডিউক অফ ওয়েলিংটনের নেতৃত্বে এক ইংরেজ বাহিনী পর্তুগালে উপস্থিত হলে। ইংরেজ বাহিনী পর্তুগালের রাজধানী লিসবন দখল করে। এই পরিস্থিতিতে নেপোলিয়ন স্বয়ং সসৈন্যে স্পেনে উপস্থিত হন। তিনি ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার জন মূরকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করেন। ইতিমধ্যে স্পেন কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার মোকাবিলা করার জন্য স্পেন ত্যাগ করেন। মার্শাল সুলের নেতৃত্বে ফরাসী বাহিনী স্যার জন মুরের কাছে পরাজিত হয়। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়েলিংটন পুনরায় লিসবনে ফরাসী সেনাপতি ভিক্তরকে পরাজিত করেন। নেপোলিয়ন ওয়াগ্রামের যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করার পর সেনানায়ক ম্যাসেনা-র নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী স্পেনে পাঠান। কিন্তু টরেস ভেড্রাসের রক্ষাব্যূহ ভেদ করা ফরাসী বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হল না। নেপোলিয়ন মস্কো অভিযান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ডিউক অফ ওয়েলিংটন ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে স্যালাম্যাঙ্কা এবং ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ডিক্টোরিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্সকে বিপর্যস্ত করেন এবং স্পেন পরিত্যাগে বাধ্য করেন। নেপোলিয়নের স্পেন জয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

স্পেনীয় অভ্যুত্থানের প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এই অভ্যুত্থানকে জাতীয় সংগ্রাম বলা সম্মত কিনা তাও বিতর্কিত। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মনে করেন যে, স্পেনীয়দের আঞ্চলিক আনুগত্যের বন্ধন ছিল দৃঢ়। তারা নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সম্পর্কে গর্বিত ছিল। স্পেনের রাজতন্ত্র দুর্নীতিগ্রস্ত বা দুর্বল হলেও তারা ছিল রাজতন্ত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। ফলে নেপোলিয়ন কর্তৃক অবৈধভাবে স্পেন দখল তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। সমকালীন ইংল্যন্ডে স্পেনের এই সংগ্রামকে স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় অভ্যুত্থান হিসেবেই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে উদারতাবাদ কিংবা জাতীয়তাবাদের যে আদর্শ পরবর্তীকালের জাতীয় আন্দোলনগুলির প্রেরণা ছিল স্পেনের আন্দোলনে তা ছিল অনুপস্থিত। স্পেনের এই সংগ্রাম ফ্রান্সের বৈপ্লবিক মতাদর্শ বা জাতীয়তাবাদের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি বরং স্পেনীয় অভ্যুত্থানের মূল শক্তি রক্ষণশীল কৃষক সম্প্রদায়। ফ্রান্সের মত শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণির অস্তিত্বও স্পেনে ছিল না বলেই মত প্রকাশ করেছিল ঐতিহাসিক জর্জ রুডে। এইজন্যই জাতীয়তাবোধ স্পেনে তেমন সক্রিয় ছিল না। সাধারণ কৃষক সমাজকে ধর্মগত বন্ধন ও জাত্যভিমান বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। বিপ্লবপ্রসূত আদর্শ বা জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব তাদের উপর ছিল না। আর এই গণ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিল যাজক সম্প্রদায়। চার্চের সম্পত্তির ওপর আক্রমণ যাঁদের ক্ষুব্ধ করেছিল। অভিজাতদের আশংকা ছিল ফ্রান্সের উদারতন্ত্র তাদের বিশেষ অধিকার লোপ করতে পারে। জর্জ রুডের মতে, যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়াও দেশপ্রেমিক উদারনৈতিক বুর্জোয়ারাও এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ধর্মীয় বন্ধন ছাড়াও এক ধরনের ঐক্যবোধ ও দেশপ্রেম না থাকলে স্পেনীয়দের পক্ষে দীর্ঘ আন্দোলন চালানো অসম্ভব ছিল বলেই মনে হয়।

স্পেনের বা উপদ্বীপের যুদ্ধে নেপোলিয়নের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে বলা যায় যে স্পেনেই তিনি প্রথম এক জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। নেপোলিয়ন যদি ফার্দিনান্দকে স্পেনের সিংহাসনে বসিয়ে স্পেনের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট অবসানের প্রচেষ্টা চালাতেন তাহলে সম্ভবত রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল স্পেনীয়দের সমর্থন পেতেন। কিন্তু বিদেশী জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা স্পেনীয়দের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। অতিরিক্ত অহমিকা ও আত্মবিশ্বাস নেপোলিয়নকে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে দেয়নি, স্পেনীয়দের মানসিকতা তিনি বোঝেননি। এছাড়া স্পেনের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে সামরিক নেতাদের ওপর তিনি নির্ভর করেছিলেন তাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। স্পেনের ভৌগোলিক পরিস্থিতি স্পেনবাসীর গেরিলা যুদ্ধের সহায়ক হলেও তা ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অনুকূল ছিল না। উপদ্বীপের যুদ্ধে নেপোলিয়নের ব্যর্থতা তাঁর গৌরব ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে। এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের চিরশত্রু ইংল্যন্ড ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করার দুর্লভ সুযোগ অর্জন করে। 'স্পেনীয় ক্ষত' নেপোলিয়েনের শক্তি নিঃশেষিত করে দেয়। স্পেনের দৃষ্টান্ত সমগ্র ইউরোপে এক প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত করে যা প্রতিরোধ করা নেপোলিয়নের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।